মূল শব্দাবলীঃ

নিবিড় বন্ধন

যুগল

বিবাহ

প্রেম ভালবাসা

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Khutbah

16 May 2025 / 18 Zulkaedah 1446H

বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْأَرْضِ وَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ، خَلَقَ آدَمَ وَعَلَّمَهُ ٱلْأَسْمَاءَ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَهُ ٱلْجَنَّةَ دَارَ ٱلْبَقَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا خَاتَمُ وَٱلْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ ٱلْأَتْقِيَاءِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابَتِهِ ٱلْأَجِلَّاءِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আজকের এই পবিত্র দিনে, আসুন, আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে তাকওয়া দৃঢ় করার প্রতিজ্ঞাকে নবায়ন করি। প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ীর ভিত্তি যেন তাকওয়া'র ওপর নির্মিত হয় যা কিনা আমাদের সবার জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসে।

সুরা আল-ফুরকানের ৭৪ নম্বর আয়াতটিতে একই কথা বলা আছে যে আয়াতটি একটি দোয়া হিসাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নিকট নাজিল করেছেন। এখানে বলা হয়েছেঃ

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

অর্থঃ এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।

গত সপ্তাহের খুতবায় আমরা আলোচনা করেছি যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটি এক প্রকারের ইবাদতস্বরূপ যা পালন করতে স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। আজকে আমরা আলোচনা করব স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটির মধ্যে প্রতিরোধ বা ধৈর্যের কতটা প্রয়োজন যে সম্পর্কটিতে একজন আরেকজনের পরিপূরকস্বরূপ যার উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআনের বাকারা সুরার ১৮৭ নম্বর আয়াতেঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

অর্থঃ তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

ইমাম জালালুদ্দিন আস সায়োথী তাঁর তাফসির আল- জালালায়ান গ্রন্থে এই পরিচ্ছদ শব্দটি রূপক অর্থে কি বোঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরিচ্ছদ শব্দটির যে অর্থগুলির উল্লেখ সেখানে আছে, সেগুলি হল,

প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে তুলনা করা হয়েছে একটি আলিঙ্গনের সঙ্গে যে আলিঙ্গনটিকে দুজন মানুষের মধ্যে পস্পরের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরতাএবং পরস্পরের মধ্যে প্রশান্তির প্রতীক হিসাবে দেখা হয় । আমাদের সহধর্মী বা সহধর্মিনীরা হলেন এমন মানুষ যাঁদের কাছে আমরা

আমাদের আনন্দ ও দুঃখের সময়ে নিকটস্থ হই। এই একটি প্রতিজ্ঞার ওপর একটি পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে, “ আমি তোমাকে ভালবাসি যেহেতু আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে ভালবাসি”।

দ্বিতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রীকে পরনের পরিচ্ছদ হিসাবে তুলনা করা হয় কারণ তাঁদের দুজনারই দুজনকে প্রয়োজন এবং তাঁরা একে অন্যের পরিপূরক, জীবনের কঠিন সময়ে একে অন্যকে সাহায্য করে, পাশে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের ভার লাঘুব করার চেষ্টা করে” ।

সম্মানিত সুধী,

এই বিবাহ সম্পর্কটির মধ্যে কিভাবে আমরা একটি দৃঢ় বন্ধন তৈরী করতে এবং তা রক্ষা করতে পারব?

এই বিষয়ে তিন ধরণের অভ্যাস আমাদের ভালবাসায় পূর্ণ, ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ একটি বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে, এই তিনটি অভাসের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই;

প্রথম অভ্যাসঃ একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও মনোযোগী শ্রোতা হওয়া

এই অভ্যাস যার প্রতিটি কথা বোঝার জন্য সহজ, বিবেচনা করা আরামপ্রদ এবং সহজেই গ্রহণ করার মত। যে কথাবার্তার সুরের মধ্যে বিনয় থাকে, শব্দচয়ন থাকে শিষ্ট,এবং এমন ভালবাসায় পূর্ণ একটি কণ্ঠে তা বলা হয়ে থাকে যা জীবনসঙ্গীর জীবনে একটি গভীর প্রভাব ফেলে। তার ওপর,কোন একটি কথা বলার জন্য একটি সঠিক সময় নির্বাচন করে তা বলা হলো কার্যকরী কথাবার্তা বলার একটি অন্যতম চাবিকাঠি।

একই সঙ্গে, আমাদেরকে ভাল শ্রোতা হওয়ার জন্যও প্রশিক্ষণ নেয়া দরকার। আমাদেরকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত এবং নিজে কথা বলা শুরু করার আগে যিনি বলছেন তাঁর কথা সম্পূর্ণভাবে শেষ করার সময় তাঁকে দেয়া উচিত।

আমাদের অঙ্গভঙ্গী ও শরীরী ভাষা প্রয়োগ করার দিকে যেমন কথা বলার সময় মুখের অভিব্যাক্তি, হাত নড়ানো, মাথা নড়ানো, ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার অভিব্যক্তি ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। এইসব অঙ্গভঙ্গী প্রয়োগের খুব সূক্ষ্ম একটি দিক থাকে যা মুখে কথা বলার চেয়েও অনেকসময় গভীর অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

এমন একটি কথা বার্তা আলাপের পর মানুষের যে কোন দুশ্চিন্তা, অতৃপ্তি এবং একই রকম নেতিবাচক ব্যাপারগুলি নিশ্চিত উধাও হয়ে যাবে। এবং এতে আমরা এবং আমাদের জীবনসঙ্গী ও জীবনসংগীনিতা আরো সম্মানিত এবং প্রশংসিত বোধ করবেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত বিশ্বাসীগণ,

দ্বিতীয় অভ্যাসঃ পারিবারিক দায়িত্বগুলি ভাগাভাগি করে নেয়া

বিবাহিত জীবনকে সফল করতে স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষের প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। হোক তা ঘর-সংসার সামলানো, সন্তান লালন করা বা পারিবারিক অর্থনীতি সামাল দেয়া- এই সবগুলি দায়িত্বই দুজনারই বহণ করা উচিত। এই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে মূল্য দেয়া ও বিশ্বাস স্থাপন গড়ে ওঠে আবার তা মানসিক চাপ যা কিনা এইসব দায়িত্ব একা পালনে সৃষ্টি হয়, তা কমে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, এই ভাগাভাগির কাজটি আমাদের নবী করিম (সঃ) পালিত একটি সুন্নাহ্র কাজ। ইমাম আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়্যেদেনা আয়েশা একবার বলেছিলেন কিভাবে আমাদের নবী করিম (সঃ) পারিবারিক প্রয়োজনীয় কাজগুলি সহজ করে দিতেন এবং যখন নামাজের সময় হতো, তিনি তখন নামাজ আদায় করতে বাইরে চলে যেতেন!

তৃতীয় অভ্যাসঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উভয়ে পরামর্শ করা

শুরা বা পারস্পরিক মতামত বিনিময় করা বিবাহিত জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। এটা দম্পতি যুগলের উভয়কেই তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত অনুভব করে। এই পন্থা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

এবং প্রশংসা প্রদর্শনেরই প্রতিফলন। এটা অন্যকে ভুল বোরবুঝি, অতৃপ্তি এবং বৈবাহিক জীবনের চাপ থেকেও দুজনকে রক্ষা করে এবং ফলালফলস্বরূপ, দাম্পত্য বন্ধন আরো দৃঢ় করে একটি সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ দ্বৈত জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমি বিনয়ের সঙ্গে আপনাদেরকে যাঁরা স্বামী হিসাবে পরিচিত তাঁদেরকে বলতে চাই যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা পরিবারের প্রধান হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যেন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত এই আস্থা যেন আমরা সুষ্ঠুভাবে সমুন্নত রাখতে পারি, আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে ভালবাসা ও করুণার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি এবংএবং সর্বদা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার নিকট ইবাদত করতে পারি যেন তিনি আমাদের জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গীকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে যেন আমাদের চোখের আরামের মত করে উপস্থিত করান। এবং যেন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সচেতন লোকেদের নেতা হতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُوْرَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُوْرَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ

وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.